উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারনা/সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন

ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী ধারণাটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে আবশ্যিক কর্মকাণ্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারি কাজে ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী ধারণা প্রয়োগের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন সম্ভব। কর্মকর্তাদের মেধা ও সৃজনশীলতার ফলস্বরুপ মৎস্য অধিদপ্তরে বিভিন্ন ধরণের ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম চলমান আছে। মৎস্য অধিদপ্তরে উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করছে। এরই ধারাবাহিকতায় উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, ঢাকায় একটি সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন এবং সেবা সহজীকরণের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।

উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর আওতায় ১৩ টি জেলা এবং ৮৯ টি উপজেলা রয়েছে। উপপরিচালক মহোদয়ের পক্ষে সকল উপজেলার মৎস্য চাষ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করা সম্ভব নয়। উপজেলায় একজন কর্মকর্তার সব সমস্যার সমাধান নাও জানা থাকতে পারে। তাই উপপরিচালকের কার্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন একাধিক কর্মকর্তাদের নিয়ে বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ প্যানেল যা সরাসরি অথবা Whats app এ ভিডিও কলের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রদান করবেন।

উদ্যোগটির উদ্দেশ্য

১। জেলা বা উপজেলায় কর্মকর্তার সংখ্যা কম থাকায় প্যানেল গঠন সম্ভব নয়। উপপরিচালকের কার্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন একাধিক কর্মকর্তা রয়েছে বিধায় প্যানেল গঠন সম্ভব।

২। জরুরি ভিত্তিতে সেবা পাওয়া যাবে যা চাষিকে আর্থিক ক্ষতি হতে রক্ষা করবে।

৩। অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি জরুরি বিশেষজ্ঞ সেবা সম্ভব নয় বিধায় Whats app নম্বরের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ প্যানেল সেবা প্রদান করবে।

৪। Whats app নম্বরের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ প্যানেল সেবা প্রদান করলে চাষি নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

উদ্যোগটির সম্ভাব্য ফলাফল

বিদ্যমান পদ্ধতিতে জরুরি সেবা পেতে হলে চাষিকে লিফের কাছে যেতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় লিফ সে বিষয়ে জানে না। তখন তাকে উপজেলায় আসতে হয়। উপজেলায় সমাধান না পেলো জেলায় যেতে হয়। ইতোমধ্যে তার পুকুরের ক্ষতি হয়ে যায়। পাশাপাশি সময়ও নষ্ট। একজন সেবা গ্রহীতাকে জরুরি সেবা নিতে অনেক গুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়। উপপরিচালকের কার্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন একাধিক কর্মকর্তা রয়েছে। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে একাধিক কর্মকর্তাদের নিয়ে বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করা হয়েছে এবং একটি Whats app নম্বর দেয়া হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতে চাষি Whats app নম্বরে এ ভিডিও কল দিয়ে সরাসরি

উপপরিচালকের কার্যালয়ের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সাথে যোগাযোগ করে তৎক্ষণাৎ সমাধান পেয়ে যাবে। এতে সেবা গ্রহীতাকে জরুরি সেবা নিতে অনেক গুলো ধাপ অতিক্রম করতে হবে না। মাত্র একটি ধাপেই সেবা পেয়ে যাবেন। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে সেবা প্রদান যেমন সহজ হবে, সেবার মানও উন্নত হবে।

মোঃ জিল্লুর রহমান
উপপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

বিদ্যমান সেবার নাম: বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে জরুরি মৎস্য সেবা প্রদান

বিদ্যমান সেবার প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

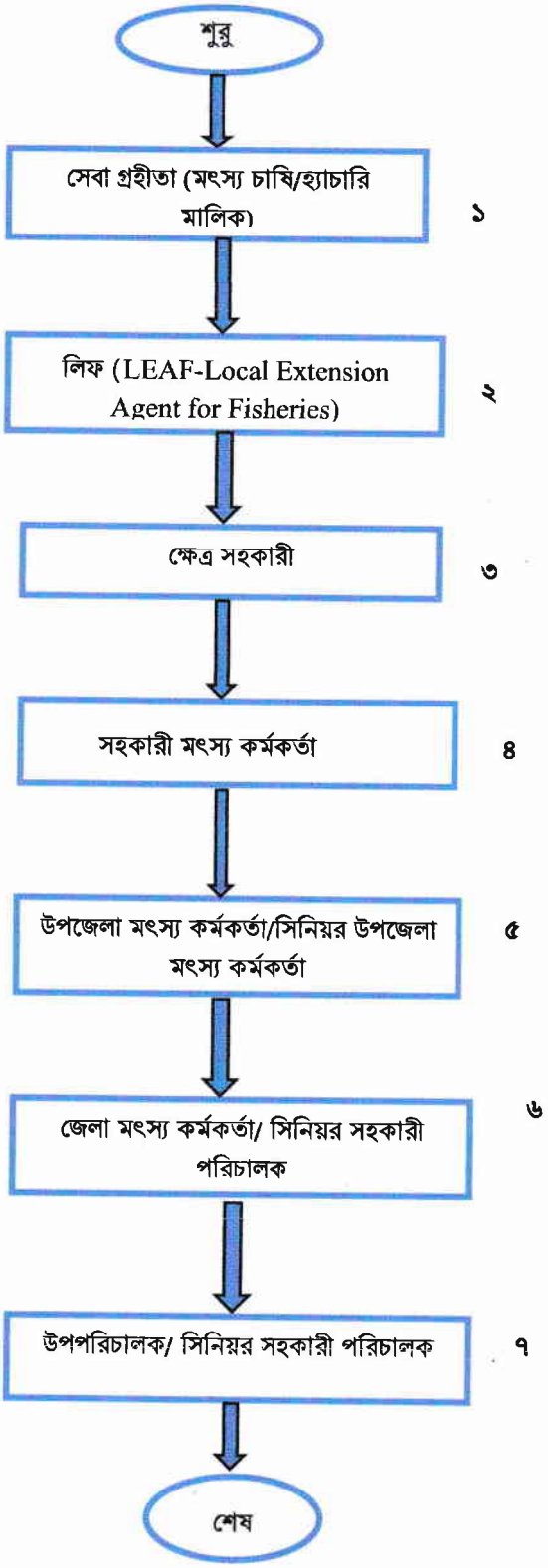

প্রস্তাবিত সেবার নাম: বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে জরুরি মৎস্য সেবা প্রদান

প্রস্তাবিত সেবার প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

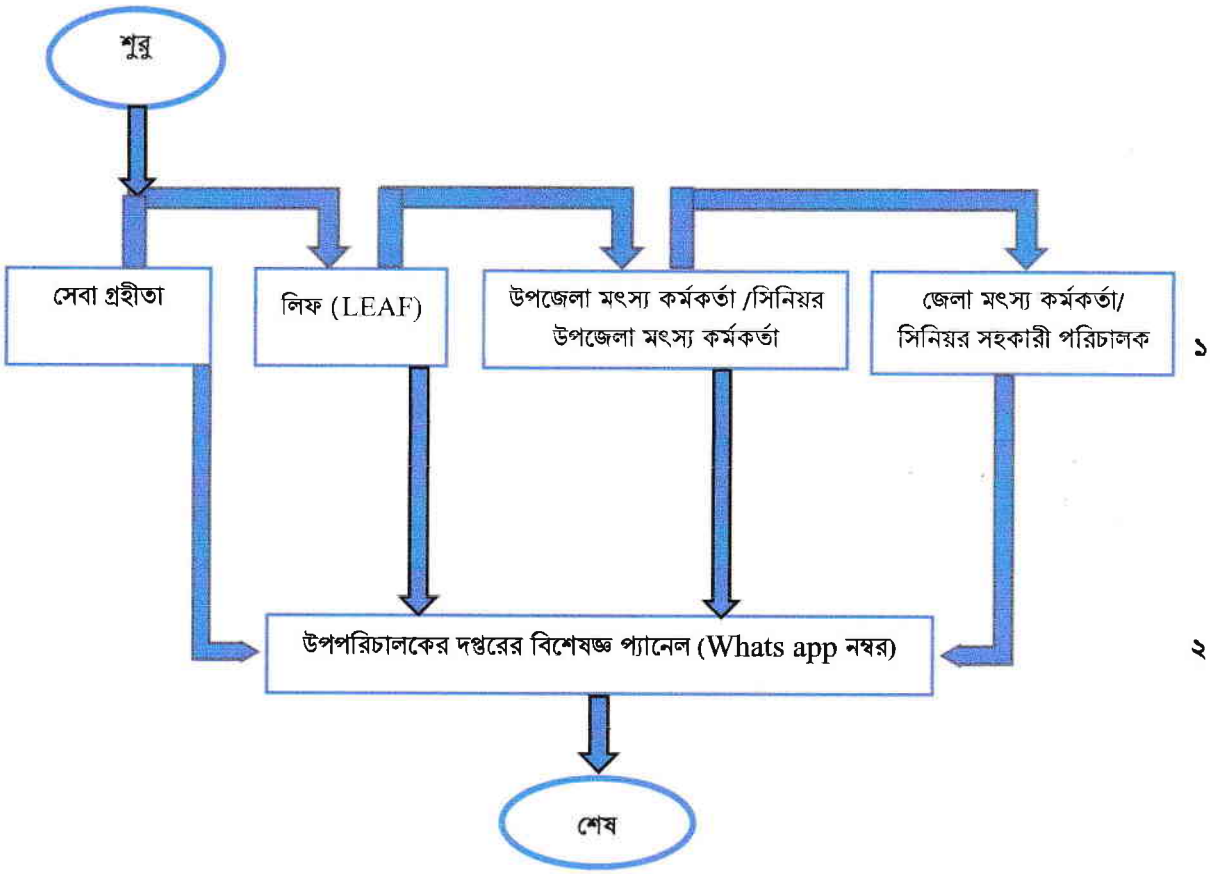

TCV (Time, Cost &Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময়	২-৩ দিন	১-২ ঘন্টা
খরচ	৫০০-১৫০০ টাকা	২০ টাকা
যাতায়াত	৪ বার	০
ধাপ	৬ টি	২ টি
জনবল	১০ জন	৪ জন